দৈনিক
জনকণ্ঠ

4 JUN 2003

ঢাবি গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী প্যানেল জয়ী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সরকারঘেঁষা জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়েছে। নির্বাচনে ২৫টি পদের মধ্যে সব ক'টি পেয়েছেন এই প্যানেলের প্রার্থীরা। সরকারবিরোধী আওয়ামী লীগ ও বাম দলঘেঁষা প্রার্থীদের প্যানেল গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছে। পরিষদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রাতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পুনরায় নির্বাচন দাবি করা হয়। নির্বাচনপূর্ব সাংবাদিক সম্মেলন করে অনিয়ম ও কারচুপির যে আশঙ্কা গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ করেছিল তা উল্লেখ করে ব্রিফিংয়ে বলা হয়, নির্বাচনের ফল আগেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। নির্বাচনে ২২শ' ডুপ্লিকেট আইডি কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এ ছাড়া অনিয়ম ও

(৭- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি গ্র্যাজুয়েট

(প্রথম পাতার পর)

কারচুপির বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার কথাও জানানো হয়। অন্যদিকে বিজয়ী জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ নির্বাচনে কোন অনিয়ম ও কারচুপি হয়নি বলে দাবি করেছে।

নির্বাচনে ২৫টি পদের জন্য দু'টি প্যানেলে ৫০ প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র তিন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মিলনায়তন এবং শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে সর্বশেষ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে ভোট গণনা শুরু হয় এবং রাত দশটায় ফল ঘোষণা করা হয়। এর আগে গত ২২ ও ২৭ মে থেকে ঢাকার বাইরে ৩৪টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনে মোট ২৩ হাজার ২৯৪ ভোটের মধ্যে ১৪ হাজার ৮৬৯ ভোটার ভোট দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন- বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (গিয়াস কামাল চৌধুরী), বিআরটিসির চেয়ারম্যান তৈমুর আলম খন্দকার, দি নিউজ টুডে সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মাজহারুল হান্নান, শের-ই-বাংলা আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ উম্মে কুলসুম, আবুজর গিফারী কলেজের অধ্যাপক এবিএম ফজলুল করিম, ক্রিসেন্ট হোল্ডিংস লিমিটেডের এমডি একেএম রফিকুন্নবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল আজিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান, শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কামরুন নাহার আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মোঃ আব্দুল মান্নান মিঞা, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মোঃ আবুল বাশার, ইয়ুথ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবুল কাসেম, কলামিস্ট মোঃ আকবর আলী, হলিচাইল্ড পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আশরাফুল হক, তেজগাঁও কলেজের উপাধ্যক্ষ মোঃ হারুনুর রশীদ পাঠান, সুপ্রীমকোর্টের এ্যাডভোকেট মোঃ জসীম উদ্দীন সরকার, এনসিসি ব্যাংকের কর্মকর্তা মোঃ লিয়াকত আলী, সুপ্রীমকোর্টের এ্যাডভোকেট মোঃ মাসুদ আহমেদ তালুকদার, মওলানা ভাসানী মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন বিশ্বাস, ইউসিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান মো: আব্দুল হালিম পাটওয়ারী টিটো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম, বিএমএর ভাইস প্রেসিডেন্ট নূর আলম কামরুল আহসান এবং রোকেয়া হলের সাবেক ভিপি শিরীন সুলতানা।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও বলা হয়, ভোলা কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়ার পর এই কেন্দ্রের ভোট বাতিলের দাবি জানালেও কর্তৃপক্ষ তা করেনি। গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট সৈয়দ আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।